Teachers Day Speech in Bengali: 5 ই সেপ্টেম্বর ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এর জন্মদিনটিকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। বছরের প্রত্যেকটা দিনে প্রত্যেক ক্ষনে ক্ষণে আমরা যা কিছু শিখছি, যাদের থেকে শিখছি তাঁরা সকলেই আমাদের শিক্ষক। বাবা-মা, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সময়-পরিস্থিতি এই সবকিছুই আমাদের জীবনে চলার পথে অনেক কিছু শিখিয়ে যায়। আমাদের মানুষ হয়ে বাঁচতে শেখায়। তাই কেবল একটিমাত্র দিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সেই ঋণ শোধ করা না গেলেও, এই দিনটিকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে, তাঁরা আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা প্রয়োজনীয় সেটা তাঁদের জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেতেই পারে। সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেদের অনুভবকেই তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে ভাগ করে নেবে সেটাই বাঞ্ছনীয়। তবুও আমাদের একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা সেই ছাত্রছাত্রীদের অনুভবকে যাতে আরও রঙিনভাবে পেশ করা যায় এই বক্তৃতার মাধ্যমে।

বক্তৃতা শুরু করার আগে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, সভাপতি মহাশয়/মহাশয়া সকলকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার ছোট ভাইবোন, বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা-দিদি এবং সহপাঠীবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

৫ ই সেপ্টেম্বর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এর জন্মদিনটিকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। ১৮৮৮ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের দরবারে একজন রাজনীতিবিদ হওয়ার সাথে সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন অতিজনপ্রিয় দার্শনিক অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৩১ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারদ্বারা নাইটহুড উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতরত্ন সম্মান পান। জীবনের অনেকগুলো বছর তিনি কাটিয়েছেন অধ্যাপনা করে। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর ছাত্ররা জন্মদিন পালন করতে চাইলে, তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করেন, দিনটিকে শুধু জন্মদিন হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষক দিবস হিসেবে উদযাপিত করা হোক। সেই থেকে এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

ছোটবেলা মায়ের কাছে প্রথম "অ"-"আ" শেখা, বাবার কাছে অঙ্ক শেখা, রিডিং পড়া শেখা। তারপরে পালা এলো স্কুলে যাওয়ার। স্কুলে প্রথমদিন যখন যেতে হয় বাড়ি ছেড়ে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই থাকেন যাঁরা আমাদের চোখের জল মুছে আমাদের আপন করে নেন। শিক্ষকের আসল পরিচয় তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এবং কৃতিত্বই শিক্ষককে গৌরবান্বিত করে। শিক্ষকের উদ্দেশ্যই হলো ছাত্রছাত্রীকে স্বপ্ন দেখতে শেখানো, স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার সাহস জোগানো, মানুষের মতো মানুষ হতে শেখানো।

বাবা-মা যেমন সন্তানকে ছোট্ট চারাগাছের মতো লালন-পালন করে, শিক্ষক তাঁর সমস্ত মেধা, শ্রম, সাধনা এবং ভালোবাসা দিয়ে সেই ছোট্ট চারাগাছের পরিচর্যা করে তাকে মহীরুহ করে তোলেন। এককথায় বলতে গেলে, শিক্ষকতা হলো সকল পেশার জননী। কারণ, শিক্ষকতা বলতে কেবল পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করাকে বোঝায় না। জীবনের প্রত্যেকটা স্তরেই আমরা যা শিখি, যাদের থেকে শিখি তারা সকলেই আমাদের শিক্ষক।